সর্বোচ্চ ২৮.৮°
সর্বনিম্ন ১৩.৫°
জলপাইগুড়ি
বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ৩৬ শতাংশ
বুধবারের পূর্বাভাস ঃ পরিষ্কার আকাশ

আমার শহর

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তেরো

মানুষের মতো পশুদেরও মনের পরিবর্তন ঘটে নিয়মিত। হয়তো ঘটনার মুহূর্তে এমন কিছু একটা ঘটেছিল যা দীর্ঘদিনের সুসম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও ওই ক্ষুদ্র প্রাণীটির পছন্দ হয়নি। ফলে সে নিজস্ব ভঙ্গিতে তার প্রতিক্রিয়া দিয়েছে। আবার অনেক সময় পোষ্যটি হয়তো আদরের প্রতিদানে এমন আচরণ করে যা তার মনিবের কাছে বিপত্তি হয়ে দাঁড়ায়।

‘কিস ডে’

মনিবের ঠোঁট কামড়ে ছিঁড়ল আদরের কুট্টুস

সপ্তর্ষি সরকার ● ধূপগুড়ি

১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ একে বসন্ত জাগ্রত দ্বারে, তার উপর দুনিয়াজুড়ে চলছে ‘ভ্যালেন্টাইনস উইক’ অর্থাৎ প্রেম সপ্তাহ। কোথাও গোলাপের খোঁজ তো কোথাও গ্রিটিংসকার্ড, রেস্টুরেন্ট বা পার্কে প্রিয়জনের হাত ধরে দু-দণ্ড সময় কাটানোর নিত্যনতুন ভাবনা ইতিউতি। সোশ্যাল মিডিয়ার এই যুগে সেকেলে ভালোবাসা-বাসি ব্যাপারটাও চুপিচুপি বা লুকোচুরির কালচার ছেড়ে একটা ক্রেজ ও ট্রেন্ডের চেহারা নিয়েছে। সব মিলিয়ে তাই চারপাশে কেমন একটা রঙিন প্রেমযাপনের হাবভাব। তবে এতে যে শুধু দু-পেয়েরাই শামিল তা নয়, দুনিয়াজোড়া পেতে রাখা প্রেমের ফাঁদে কে কখন কী রূপে ধরা দেবে কে জানে। তাই কেউ যেমন নিজের প্রেয়সী বা প্রিয়জনকে বগলদাবা করে সেলফি স্টিকের নীচে দাঁড়িয়ে ফেসবুক পোস্টে ঝড় তুলছে, তেমনই কেউ আবার সাধের পোষ্যকেই নিজের প্রেম সপ্তাহের সেরা সঙ্গী হিসেবে তুলে ধরছে। দু-পেয়েদের পাশাপাশি চারপেয়েদের প্রতি এই আকুল প্রেমের টানে সাধারণ মানুষ তো কোন ছাড়, যোগ দিয়েছে সারা দুনিয়ার তাবড় সেলিব্রিটিরাও।

সেলিব্রেশনের এই ট্রেন্ডি সিজনে গা ভাসাতে গিয়েই বিপত্তি ডেকে আনলেন ধূপগুড়ির বছর পঁচিশের যুবক তাপস কর্মকার। সোমবার গভীর রাত। ঘড়ির কাঁটা হিসেবে তখন ১৩ ফেব্রুয়ারি। গভীর বসন্ত রজনীর আঁচলের তলায় তখন দুনিয়াজোড়া ‘কিস ডে’ বা চুম্বন দিবসের মাহেন্দ্রক্ষণ সমাগত। ঠিক সেসময় ধূপগুড়ি মিলপাড়া এলাকায় নিজের বাড়িতে সাধের পোষ্য বছর দেড়েকের স্প্রিৎজ কুট্টুসকে আদর করতে গিয়ে বিপত্তি বাঁধিয়ে বসলেন তাপসবাবু।

জানা গিয়েছে, ঠিকঠাকই চলছিল সব। প্রতিদিনের মতো মনিবের ঘরেই খেলায় মত্ত ছিল সে। কিন্তু রাত বারোটা নাগাদ তাপসবাবুর প্রতিদিনের খেলার সাথি, ভালোবাসা আর আদরের কুট্টুসের মেজাজ কোনো কারণে গেল বিগড়ে। আর আপাতশান্ত কুট্টুস সজোরে কামড় বসিয়ে দিল মনিবের নীচের ঠোঁটে। শুরু হয় প্রচণ্ড রক্তপাত। এদিকে প্রিয় পোষ্যের ঘটানো এই কাণ্ডে তখন রীতিমতো হতভম্ব তার মনিব। কোনোমতে কামড়ে ধরে রাখা ছোট্ট প্রাণীটিকে ছাড়িয়ে ঝরতে থাকা রক্ত কোনোমতে চেপে পৌঁছোলেন ধূপগুড়ি হাসপাতালে। সেখানে সারা রাতের প্রচেষ্টায় আপাতভাবে বন্ধ করা হয় রক্তক্ষরণ। কিন্তু এমনই বেকায়দায় কামড় বসেছে যে সেলাই করা সম্ভব হয়নি। উপরি হিসেবে রাত থেকেই শুরু হয়েছে জলাতঙ্কের ইনজেকশনের কোর্স। ধূপগুড়ি হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, ভালোই জখম হয়েছেন ওই যুবক। আপাতত আটচল্লিশ ঘণ্টা নজরদারিতে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে তাঁকে। চিকিৎসকদের তরফে নজরদারি চালানোর কথা বলা হয়েছে পোষ্যটির উপরেও।

মঙ্গলবার যুবকের পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, এমনিতে মনিবের সঙ্গেই দিনের বেশিরভাগ সময় কাটায় বাড়ির সকলের আদরের কুট্টুস। রাতেও প্রিয় পোষ্যকে নিয়েই ঘুমোন তাপসবাবু। ফলে এধরনের ঘটনা কেন ও কেমন করে ঘটল তা নিয়ে এখনও ধন্দে রয়েছেন বাড়ির লোকেরাও। নীচের ঠোঁটে ব্যান্ডেজ বাঁধা থাকায় কথা বলায় সমস্যা হচ্ছে তাপসবাবুর।

কলকাতার প্রখ্যাত প্রাণীচিকিৎসক তথা পশু মনোবিদ ডঃ পিনাকী সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে জানান, পুরো পরিস্থিতি সামনাসামনি না দেখে মন্তব্য করা ঠিক নয়। তবে মানুষের মতো পশুদেরও মানসিক পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে নিয়মিত। হয়তো ঘটনার মুহূর্তে এমন কিছু একটা ঘটেছিল যা দীর্ঘদিনের সুসম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও ওই ক্ষুদ্র প্রাণীটির পছন্দ হয়নি। ফলে সে তার নিজস্ব ভঙ্গিতে তার প্রতিক্রিয়া দিয়েছে। আবার অনেক সময় এই ধরনের ঘটনায় দেখা যায় পোষ্যটি হয়তো আদরের প্রতিদানে খুব স্বাভাবিকভাবে প্রতিক্রিয়া দিয়েছে যা মানুষ হিসেবে তার মনিবের কাছে বিপত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তবে ঘটনা যাই হোক, চুম্বন আর প্রেম দিবসের মুখে দাঁড়িয়ে কতজন তার ভালোবাসার মানুষের থেকে এমন অভাবনীয় প্রতিক্রিয়া পাবেন তা হয়তো সময়ই বলবে। তবে তাপসবাবু কিন্তু প্রেম দিবসে তাঁর প্রিয় পোষ্যের চুম্বন আজীবন ক্ষত আকারে ঠোঁটে বয়ে বেড়াবেন তা বলাই যায়।

ভ্যালেন্টাইনস ডে-র প্রাক্কালে প্রিয়জনের জন্য গোলাপ কিনতে ব্যস্ত গৃহবধূ। জলপাইগুড়িতে সমীরের ক্যামেরায়।

নজরে শহর

শিশু উদ্যান

জলপাইগুড়ি, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ জলপাইগুড়ি পুর এলাকায় শিশুদের বিনোদনের জন্য তৈরি হচ্ছে আধুনিক শিশু উদ্যান। শিশু উদ্যান তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় জমি দিচ্ছে দেশবন্ধুনগর উচ্চবিদ্যালয় পরিচালন কর্তৃপক্ষ। উদ্যান তৈরিতে খরচ হবে ১ কোটি টাকা। পুরপ্রধান মোহন বসু জানিয়েছেন, দেশবন্ধুনগর উচ্চবিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় জমি ইতিমধ্যেই পুরসভাকে হস্তান্তর করেছে। প্রসঙ্গত, পান্ডাপাড়া এবং সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দারা দীর্ঘদিন ধরে শিশু উদ্যান তৈরির দাবি জানিয়ে আসছিলেন। ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার বিশ্বজিৎ সরকার স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবির বিষয়ে পুরপ্রধানকে সবিস্তারে জানানোর পরই তিনি প্রকল্পটি মঞ্জুর করেন। দেশবন্ধুনগর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক কৃষ্ণেন্দু দত্ত জানান, শিশু উদ্যানের জন্য তাঁরা বিদ্যালয়ের সামনের ৩৯.৯ কাঠা জমি পুরসভাকে দিয়েছেন। চলতি বছরেই শিশু উদ্যান নির্মাণের কাজ শুরু হবে বলে পুর কর্তৃপক্ষ তাঁদেরকে আশ্বাস দিয়েছেন।

বসছে হাইমাস্ট

জলপাইগুড়ি, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ জলপাইগুড়ি পুর এলাকায় হাইমাস্ট লাইট বসানোর কাজ শুরু করেছে শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর। শহরজুড়ে বসানো হচ্ছে মোট ৩৫টি হাইমাস্ট লাইট। পুরপ্রধান মোহন বসু জানিয়েছেন, শহর সংলগ্ন তিস্তার চরের সুকান্তনগর কলোনি, করলা নদীর পাড় এলাকাতেও বিশেষ আলোক পরিসেবা দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

সংক্রমণের ঘটনায় তদন্তের নির্দেশ

জলপাইগুড়ি, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ জেলা হাসপাতালে ডায়ালিসিস করাতে এসে হেপাটাইটিসে আক্রান্ত হওয়ার ঘটনায় তদন্তের নির্দেশ দিলেন জলপাইগুড়ি জেলা হাসপাতাল সুপার গয়ারাম নস্কর। এদিন তিনি জানান, হাসপাতালের চিকিৎসক অমিতাভ বসুকে তদন্ত করে দ্রুত রিপোর্ট জমা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, এই বিষয় নিয়ে ইতিমধ্যে কলকাতার পি জি হাসপাতালের নেফ্রোলজি বিভাগের প্রধানের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে।

কীভাবে ডায়ালিসিস ইউনিট থেকে এই সংক্রমণ ঘটছে তা নিয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ধোঁয়াশার মধ্যে থাকলেও, এদিন হাসপাতাল সুপার বলেন, ‘এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে আর না ঘটে তার জন্য প্রয়োজনীয় যা ব্যবস্থা নেওয়ার তা নেওয়া হবে।’

২০১৪ সালের ডিসেম্বর মাসে চালু হওয়ার পরে জলপাইগুড়ি জেলা হাসপাতালের সঙ্গে থাকা ডায়ালিসিস ইউনিট থেকে হেপাটাইটিস সংক্রমণের ঘটনা এই নিয়ে দ্বিতীয়বার। এর আগে ২০১৬ সালের নভেম্বর মাসে কিডনির

জলপাইগুড়ি জেলা হাসপাতাল

রোগে আক্রান্ত কয়েকজনের দেহে সেরোলজি পরীক্ষায় এই রোগের জীবাণু মিলেছিল। সেবার ডায়ালিসিস ইউনিটটি বন্ধ রেখে জীবাণুমুক্ত করার উদ্যোগ নিয়েছিল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। সেইসঙ্গে সংক্রমণের কারণ জানতে একটি টিম গঠন করে তদন্ত করানো হয়েছিল। কিন্তু সেই তদন্ত রিপোর্টে কী বলা হয়েছে, তা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ প্রকাশ্যে আনেনি বলে অভিযোগ উঠেছিল। এবার ওই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই কিছুটা ব্যাকফুটে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

কিডনির রোগে আক্রান্ত রোগীদের অনেকেরই রক্তে হিমোগ্লোবিন কমে যাওয়ার কারণে ডায়ালিসিসের সময় তাঁরা বাইরে থেকে রক্ত নিয়ে থাকেন। এবার হেপাটাইটিস বি এবং সি-তে যাঁরা আক্রান্ত হয়েছেন তাঁদের বক্তব্য, হিমোগ্লোবিন বাড়ানোর জন্য তাঁরা বাইরে থেকে রক্ত নেন না। তার পরিবর্তে ইনজেকশন নিয়ে থাকেন। তা সত্ত্বেও কেন তাঁরা এই রোগে আক্রান্ত হলেন তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। গাফিলতি কোন জায়গায়- এই প্রশ্নের উত্তর নেই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছেও।

এদিন জেলা হাসপাতাল সুপার গয়ারাম নস্কর বলেন, কিডনির রোগে আক্রান্ত যাঁরা ডায়ালিসিস করিয়ে থাকেন সেইসব রোগীদের দেহে রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা কম থাকে, যে কারণে সামান্য কিছুতেই তাঁরা আক্রান্ত হয়ে পড়েন। এক্ষেত্রে তাই হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। তবে অযথা ভয় পাওয়ার কিছু নেই। কীভাবে এই রোগ ছড়াচ্ছে তা দেখা হচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের সঙ্গেও যোগাযোগ করা হয়েছে। যে সমস্যা হয়েছে আশা করা যায় তা দ্রুত মিটে যাবে।

প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জন ঔষধি কেন্দ্র চালু

ধূপগুড়ি, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ সাধারণ মানুষের কাছে সস্তায় ওষুধ পৌঁছে দিতে মঙ্গলবার ধূপগুড়ি শহরের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের বিবেকানন্দপাড়ায় চালু হল প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জন ঔষধি কেন্দ্রের শাখা। কেন্দ্রীয় রসায়ন ও উর্বরা শক্তিমন্ত্রকের অধীনে ধূপগুড়িতে এই শাখা পরিচালনার ভার দেওয়া হয়েছে ‘তিস্তা-তোর্ষা ফাউন্ডেশন’ নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে। এদিন এই কেন্দ্রের উদ্‌বোধন উপলক্ষ্যে উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবী পদ্মশ্রী করিমুল হক, ধূপগুড়ির বিধায়ক মিতালি রায়, ধূপগুড়ি ও ময়নাগুড়ির ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি। এই কেন্দ্র থেকে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় ওষুধ জেনেরিক নামে অত্যন্ত কম দামে নিতে পারবেন সাধারণ মানুষ। ৫০ থেকে ৮০ শতাংশ ছাড় মিলবে এই সকল ওষুধে। এর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে সুনির্দিষ্ট বিতরণ ও বিপণন নীতিও তৈরি করে ফেলা হয়েছে। শিলিগুড়িতে গড়ে তোলা হয়েছে একটি ডিস্ট্রিবিউটর হাব।

উদ্যোক্তাদের তরফে ঝিলাম দেব বলেন, ‘এই প্রকল্পকে রাজ্যের ন্যায্য মূল্যের দোকানের প্রতিদ্বন্দ্বী বা পালটা কেন্দ্রীয় প্রকল্প ভাবলে ভুল হবে। বরং ন্যায্য মূল্যের দোকানগুলির মতোই আমাদেরও মূল উদ্দেশ্য হল সমাজের গরিব ও সাধারণ মানুষের কাছে স্বল্প মূল্যে প্রয়োজনীয় ওষুধ পৌঁছে দেওয়া। আশা করি, এই প্রকল্প এলাকার মানুষের কাছে আসবে। আমরা চেষ্টা করছি যাতে আগামীদিনে ২৪ ঘণ্টা ওষুধ সরবরাহ করার কাজ চালু করা যায়।’ উল্লেখ্য, এর আগে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে ২০১৩ সালের ৫ ডিসেম্বর ধূপগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল চত্বরে চালু হয়েছিল ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকান। তৎকালীন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী গৌতম দেব এই দোকানের উদ্‌বোধন করেছিলেন। এই ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকান থেকে ৫৮.৫ শতাংশ ছাড়ে মেলে জেনেরিক ওষুধ। তবে রাজ্য সরকারের এই ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকান সেভাবে সাফল্য পায়নি বলেই মত স্থানীয় ওষুধ ব্যবসায়ীদের। ভারতীয় জন ঔষধি কেন্দ্র কর্তৃপক্ষের যুক্তি, এই কেন্দ্রীয় প্রকল্পে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় জেনেরিক ওষুধের দাম তুলনায় কম হওয়ায় এই প্রকল্পের সাফল্যের সম্ভাবনা প্রবল।

এফআরডিআই বিল বাতিলের দাবি

ধূপগুড়ি, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ মঙ্গলবার ধূপগুড়ি ইউনাইটেড ব্যাংকের শাখার সামনে অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করে এই বিল বাতিলের দাবিতে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের ম্যানেজারকে স্মারকলিপি দিল ডিওয়াইএফআইয়ের ধূপগুড়ি জোনাল কমিটি। এদিন শহরের ঘোষপাড়া মোড়ে যুব সংগঠনটির পক্ষ থেকে অবস্থান বিক্ষোভে বক্তব্য রাখেন যুব নেতা নূর আলম, নির্মাল্য ভট্টাচার্য, কৌশিক দাম প্রমুখ। এদিন আন্দোলনকারীদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বামপন্থী গণসংগঠনগুলোর যৌথমঞ্চ বিপিএমও-র তরফে এফআরডিআই বিল বাতিলের দাবিতে বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের শাখায় এই ধরনের অবস্থান বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। তারই অঙ্গ হিসেবে এদিন এই কর্মসূচি পালিত হল। আগামী দিনে অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের শাখাতেও এই প্রতিবাদ কর্মসূচি পালিত হবে।

ছক্কা হাঁকিয়ে ২০ লাখ ছাড়িয়ে

উত্তরবঙ্গ সংবাদের পাঠক সংখ্যা
এই প্রথম ২০ লাখ অতিক্রম করল

Indian Readership Survey-এর সমীক্ষা অনুসারে ২০১৭ সালে উত্তরবঙ্গ সংবাদের গড় দৈনিক পাঠক সংখ্যা ২০.০৭ লাখ